

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদী



ড. আখতারুজ্জাহান

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদী

ড. আখতারুজ্জাহান

গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশক

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক

ড. অপরেশ কুমার ব্যানার্জী

বানান সমন্বয়ক

ফজলুল পলাশ

প্রচ্ছদ

ফজলুল পলাশ

মুদ্রণ

তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

২৮/সি-১, টয়েনবী সার্কুলার রোড

ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৫৫০৪১২, ৯৫৫৩৩০৩

প্রকাশকাল

আষাঢ় ১৪২৬/ জুন ২০১৯

মূল্য: ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

Bangladesher Cholochittre Nodi by Dr. Aktaruzzahan, Copyright and
Publisher: Bangladesh Film Archive, Ministry of Information, F-5,
Agargaon Administrative Area, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

Phone: +88 02 9111772,

E-mail: bfarchivebd@gmail.com

Web Site: www.bfa.gov.bd

First Edition: Ashar 1426/ June 2019

Price: BDT 150.00 (One Hundred Fifty Taka Only)

ISBN: 978-984-34-6858-1

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	প্রারম্ভিক আলোচনা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	গবেষণার উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা	১৮
তৃতীয় অধ্যায়	নদীবিসয়ক চলচ্চিত্র: গবেষণা পদ্ধতি ও উপাত্ত সংগ্রহ কৌশল	২১
চতুর্থ অধ্যায়	নদীবিসয়ক চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক পটভূমি	২৬
পঞ্চম অধ্যায়	চলচ্চিত্রের সমাজতত্ত্ব	৩৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদী	৪২
সপ্তম অধ্যায়	বাংলাদেশের নদীভিত্তিক চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব	৮৫
অষ্টম অধ্যায়	বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদীভিত্তিক গান	১০৪
নবম অধ্যায়	উপসংহার	১৩১
দশম অধ্যায়	সুপারিশমালা	১৩৩
একাদশ অধ্যায়	তথ্যপঞ্জি	১৩৪

১.০ প্রারম্ভিক আলোচনা

১.১ ভূমিকা

চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আধুনিক শিল্পমাধ্যম। এই শিল্পমাধ্যমটি প্রত্যক্ষভাবেই মানুষের কাছে জীবনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট মুখোমুখি বা প্রকাশ করার একটি অন্যতম দৃশ্যমান উপায়। আর শিল্পকর্ম মানেই সত্য সম্পর্কে শিল্পীর নিজস্ব ধারণার এক অন্তরঙ্গ শৈল্পিক প্রকাশ।

প্রকৃতপক্ষে এই অন্তরঙ্গ শৈল্পিক প্রকাশের প্রারম্ভ ঘটেছিল মূলত মানুষকে নিছক বিনোদন প্রদানের জন্যই। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-মাধ্যম তথা কলা হিসেবে বিশ্ব সভ্যতায় চলচ্চিত্র সংযুক্ত হয়েছে উনিশ শতকের শেষ ভাগে। দিনটি ছিল ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। সেদিন ফ্রান্সের প্যারিস নগরের বুলেভার্ড দ্য কাপুসিনস-এর লা গ্রান্দে ক্যাফেতে উপস্থিত দর্শকদের সামনে গণমাধ্যম এবং শিল্প মাধ্যমের একটি নতুন দিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন অগাস্ট মারি লুই নিকোলাস লুমিয়ার (Auguste Marie Louis Nicholas Lumiere) এবং লুই জাঁ লুমিয়ার (Louis Jean Lumiere) নামের দুই ভাই। পরবর্তীকালে এরাই ‘লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়’ নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন। কালক্রমে এরাই অভিহিত হন ‘চলচ্চিত্রের স্রষ্টা’ অধিভায়।

এরপর সময়ের ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র আজ আধুনিক বিশ্বের অন্যতম গণমাধ্যম হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। বলাই বাহুল্য এটি বিশ্বের বর্তমান শিল্পমাধ্যমসমূহের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, কিন্তু তা সত্ত্বেও চলচ্চিত্র বিশ্বের বর্তমান মানুষের মননের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, শিল্পচর্চার অন্যান্য মাধ্যম মানুষের কাছে যত সহজ ও দ্রুত প্রকাশিত বা পরিচিত হতে পারে, চলচ্চিত্র তার চেয়েও দ্রুততরভাবে মানুষের মনন ও চিন্তার মধ্যে প্রোথিত হতে পারে।

ফ্রান্সে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ছয় মাস পরই লুমিয়ার ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতিনিধি মরিস সেসটিয়ার বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে ১৮৯৬ সালে ৭ই জুলাই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য, ১৮৯৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো ছিল ‘Baby at the Breakfast’, ‘The Gardenar and the Horse’, ‘The Disembarkment of the Congress of Photographers in Lyon’ ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রে প্রকৃতি ও মানবজীবনের নিগূঢ় বিষয় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। আর প্রকৃতির প্রাচীনতম সন্তান হিসেবে ‘নদী’ তো চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এর বিশেষ

নদী আমাদের ভবিষ্যৎ। সেই জন্য সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে নদীবিশয়ক চলচ্চিত্রগুলো। যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে এইসব চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম চলচ্চিত্রের গতিময় চিত্রের সহজবোধ্য রূপ খুব সহজেই দর্শকদের আকৃষ্ট করে। তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এবং নানাবিধ বিকাশে অবদান রাখে। বিভিন্ন ধরনের নদী বিষয়ক চলচ্চিত্র দর্শকদের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংস্কৃতি, বাংলা ভাষা, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি উপাদানের নিরিখে নদীবিশয়ক চলচ্চিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণ মানুষের মানসিক চাহিদা পূরণ ও বিকশিত হবার সুযোগ দানে আমাদের দেশে ব্যাপক সংখ্যায় নদীবিশয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ করা উচিত। একই সঙ্গে চিত্রিত করা প্রয়োজন কেন প্রয়োজন অনুযায়ী এই ধারার চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে না। যেগুলো নির্মিত হচ্ছে, সেগুলো কতটা প্রাসঙ্গিক অথবা জীবনের নান্দনিকতায় প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে।

এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যই 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদী' বিষয়টি বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণাটি সার্বকভাবে সম্পন্ন করা হলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদীর ধরন, উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট, নির্মাণজনিত সমস্যা ও এর সমাধান, জীবনের উপর প্রভাব- অর্থাৎ নদীবিশয়ক চলচ্চিত্রের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

২.০ গবেষণার উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা

২.১ ভূমিকা

প্রতিটি গবেষণারই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। সাধারণত সেই অভীষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে কিছু গবেষণা প্রশ্নের উদ্ভব হয়। এছাড়া যেকোনো গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা নির্ণয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। এ অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার প্রশ্ন, প্রত্যয়সমূহের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

২.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

‘বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নদী’ বিষয়ক গবেষণার উদ্দেশ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে-

১. নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ।
২. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রের উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট ও ধরন বিশ্লেষণ।
৩. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু মানবজীবন ও মানসিক বিকাশের সাথে সাযুজ্য নিরূপণ।
৪. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত মানবজীবনের সমস্যা ও বাস্তবতা।
৫. নদীবিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশমালা।

২.২ গবেষণা প্রশ্ন

এ গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন-

১. বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু কিভাবে?
২. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রের উৎপত্তি, প্রেক্ষাপট ও ধরন কেমন?
৩. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু মানবজীবন ও মানসিক বিকাশের সাথে কতটা সংগতিপূর্ণ?
৪. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত মানব জীবনের সমস্যা ও বাস্তবতার স্বরূপ কেমন?
৫. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণের সমস্যা কী?
৬. বাংলাদেশের নদীবিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণের সমস্যা অবসানকল্পে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়?

চলচ্চিত্রের নদীর ভাষা ও তার কার্যকারিতায় চলচ্চিত্রকারদের নন্দনচিন্তাকে প্রকাশ করেন চিত্র প্রতিমার বিচ্ছিন্নতা ও আবার তাকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করে বাস্তবের থেকে শিল্পমান গড়ে তুলে। বাস্তবকে ধরে রাখতে চান এক একটি দৃশ্যে। শিল্পের জন্য এই রিয়ালিটির প্রয়োজন। আর এ কারণেই এগুলো চলচ্চিত্রে বার বার বলতে চেয়েছেন, ‘মানুষের কল্যাণে প্রকৃতির অবদান সবচেয়ে বেশি এবং শক্তিশালী।’ বস্তুবাদী দুনিয়ায় যুক্তিবাদী না হয়ে হয়ে উঠেন প্রকৃতিপ্রেমিক।

চল্লিশের দশকে ইতালিতে সাহিত্য নির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে একদল চলচ্চিত্রকর্ম বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। নিউরিয়ালিজমের প্রধান চিত্রনাট্যকার জাভাতিনি হলিউড চলচ্চিত্রের চাকচিক্য, অসারতায় অসহ্য হয়ে এবং সাহিত্যের ওপর চলচ্চিত্রের সম্পূর্ণ নির্ভরতা দেখে একদিন “বাইসাইকেল থিভস”- এর নির্মাতা ডে সিকাকে লিখলেন *It seems to me that this is the right moment for such a film, with no script, but created immediately through our ears and eyes from direct contact with reality.....*” একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকার সময়ে শিল্পীগণ এক মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন এবং অন্য কোনো সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকার সময়ে অন্য মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। “সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কী কী সামাজিক অবস্থায় শিল্পীগণ এবং জনগণ শিল্পের বক্তব্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন অথবা শিল্পের জন্য শিল্পে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন?”^৯

যখন বুর্জোয়া শ্রেণি সমাজ নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় ছিল, তাদের জীবন আর মুক্তির জন্যে সংগ্রামে উষ্ম ছিল না তখন ‘বুর্জোয়া জীবনপ্রণালীর ঋণাত্মকতাকে আদর্শায়িত করা’ ছাড়া নতুন শিল্পের জন্যে করার মত অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। রোমান্টিকেরা বুর্জোয়া শ্রেণির ‘ভব্যতা এবং নিশ্চয়তা’ সম্পর্কে তাদের অস্বীকৃতিকে শুধু শৈল্পিক কর্মে নয় তাদের বাহ্যিক আচরণেও প্রকাশ করতে খুবই চেষ্টা করেছেন। পশ্চিমা বিশ্বে যখন এই ধরনের কাহিনি আবর্তিত হচ্ছে দেশেও এই আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে সৃষ্টি করেছেন আলমগীর কবির পরিচালিত ‘ধীরে বহে মেঘনা’, তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত ‘নদীর নাম মধুমতী’ (১৯৯৫), তানভীর মোকাম্মেল পরিচালিত ‘চিত্রা নদীর পারে’ (১৯৯৯), তৌকীর আহমদ পরিচালিত ‘হালদা’ (২০১৭) ছবির মাধ্যমে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকাশনাসমূহ : ৬৭টি

২০০৪-২০১৯

১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২৫ বছর : রজতজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ, ২০০৪।
২. উদয়ন চৌধুরী, সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ২০০৯।
৩. বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা, তপতী বর্মণ ও ইমরান ফিরদাউস, ২০০৯।
৪. বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব, অদিতি ফাল্লুণী গায়েন ও হুমায়রা বিলকিস, ২০০৯।
৫. WOMEN ON SCREEN : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, 2009.
৬. চলচ্চিত্রের গানে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, তপন বাগচী, ২০১০।
৭. সুমিতা দেবী, অব্যয় রহমান; প্রথম সংস্করণ- ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১।
৮. চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন, হারুনর রশীদ; প্রথম সংস্করণ- ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১১।
৯. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি, ড. মো.আমিনুল ইসলাম, ২০১১।
১০. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের পঞ্চাশ বছর : লোকজীবনের উপস্থাপনা, ড. তপন বাগচী, ২০১১।
১১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা, মো. রফিকুল ইসলাম, ২০১১।
১২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, অনুপম হায়াৎ, ২০১১।
১৩. মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে. এম. আব্দুর রউফ : স্মারক গ্রন্থ, ২০১১।
১৪. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি, ২০১১।
১৫. আমাদের চলচ্চিত্র, মো. ফখরুল আলম; প্রথম সংস্করণ- ২০১১, দ্বিতীয় সংস্করণ- ২০১২।
১৬. Digital Cinema in Bangladesh : Potential Trends and Problems, Dr. Fahmidul Haq, 2012.

১৭. চলচ্চিত্রকার বাদল রহমান : জীবন ও কর্ম, আবু সাঈদ মো. মেহেদী হাসান, ২০১২।
১৮. চলচ্চিত্র শিল্পী আব্দুস সামাদ : জীবন ও কর্ম, ড. রশীদ হারুন, ২০১২।
১৯. মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, ড. কাবেরী গায়েন, ২০১২।
২০. কুশলী চিত্রগ্রাহক বেবী ইসলাম, মীর শামছুল আলম বাবু, ২০১৩।
২১. তারেক মাসুদ, রুবায়েয়া আহমেদ, ২০১৩।
২২. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ ও লক্ষ্য এবং কার্যক্রম (১৯৬৩-২০১১), অব্যয় রহমান, ২০১৩।
২৩. লালনের জীবন নির্ভর চলচ্চিত্রে লালন দর্শনের রেপ্ৰিজেন্টেশন, নন্দিতা তাবাসসুম খান, ২০১৩।
২৪. অভিনয় শিল্পী সুলতানা জামান জীবন ও কর্ম, সূচিত্রা সরকার, ২০১৪।
২৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহ : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা, ২০১৪।
২৬. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পে এফডিসি'র ভূমিকা : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, মো. রাজিবুল হাসান, ২০১৪।
২৭. বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনার চলচ্চিত্র : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, মো. আরিফুর রহমান খান, ২০১৬।
২৮. বাংলাদেশের প্রামাণ্য চলচ্চিত্র : উদ্ভব, বিকাশ ও সাম্প্রতিক প্রবণতা, জাহেদুর রহমান আরমান, ২০১৬।
২৯. সাহিত্য নির্ভর বাংলাদেশের চলচ্চিত্র : নারীর অবস্থান, অনুপম হাসান, ২০১৬।
৩০. দর্শকের মুখ, তানিয়া সুলতানা ও আবুল খায়ের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, ২০১৬।
৩১. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি, ২০১৬।
৩২. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের বাণিজ্যিক স্বরূপ অনুসন্ধান, খান ফেরদৌস রহমান, ২০১৬।
৩৩. চিত্র সম্পাদক বশীর হোসেন, মীর শামছুল আলম বাবু, ২০১৬।
৩৪. বাংলাদেশি সিনেমার স্মৃতি জাগানিয়া গান, আসলাম আহসান, ২০১৬।
৩৫. বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে পোস্টারের বিবর্তন : চিত্রকলা থেকে ডিজিটাল পুনরুৎপাদনের স্বরূপ বিশ্লেষণ, মো. মোশারফ হোসেন ও তানিয়া সুলতানা, ২০১৬।



বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ